ই-টাপ ২০ এসএল

(ইমিডাক্লোপ্রিড ২০%)

রেজি নং ঃ এপি-২০২১

বিষ
বিপদজনক

শিশুদের নাগালের বাইরে রাখুন।

প্রস্তুতকারক ঃ রেফুল হোল্ডিং কোঃ লিঃ, চায়না।

ব্যাচ নং ঃ

উৎপাদনের তারিখ ঃ

ব্যবহারের সময়সীমা ঃ

সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য ঃ

রেজিঃ হোল্ডার, আমদানিকারক ও বাজারজাতকারী ঃ

EWCL **ইষ্ট ওয়েষ্ট কেমিক্যাল্‌স লিঃ**

৫২/১ নিউ ইস্কাটন রোড, হাসান হোল্ডিংস (১০ম তলা),ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ।

ফ্যাক্টরি ঃ বার মাইল, ভেড়ামারা, কুষ্টিয়া। **ফোন ঃ** ০১৭০৮ ১৫৫ ৮২০

ই-টাপ ২০ এসএল

(ইমিডাক্লোপ্রিড ২০%)

প্রতি লিটারে ২০০ গ্রাম সক্রিয় উপাদান ইমিডাক্লোপ্রিড আছে।
ই-টাপ ২০ এস এল একটি দীর্ঘমেয়াদী ক্ষমতাসম্পন্ন অন্তর্বাহী কীটনাশক।

ব্যবহারের পূর্বে নির্দেশাবলী ভালভাবে পড়ে নিন।

ব্যবহার বিধি ঃ

ফসল	পোকা	প্রতি ১০ লিটার মাত্রা ৫ মিলি হারে	
		হেক্টর প্রতি	একর প্রতি
ধান (Rice)	বাদামী গাছ ফড়িং (BPH)	২.৫ মিলি	৫০ মিলি
চা (Tea)	উঁই পোকা (Termite)	৩০ মিলি	৬০০ মিলি

প্রকৃত ওজন

EWCL **ইষ্ট ওয়েষ্ট কেমিক্যাল্‌স লিঃ**

E-tap 20 SL

(Imidacloprid 20%)

সাবধানতা ঃ ই-টাপ ক্ষেতে ছিটানোর সময় ধূমপান, আহার এবং পানীয় গ্রহন করবেন না। বাতাসের বিপরীতে স্প্রে করবেন না। ব্যবহৃত খালি বোতল ভেঙ্গে মাটিতে পুঁতে ফেলুন। ই-টাপ জমিতে ছিটানোর পর অন্তত ২১ দিন ক্ষেতে পশু পাখি ঢুকতে দেবেন না এবং ক্ষেতের ফসল খাবেন না।

বিষক্রিয়ার লক্ষণ ঃ মাংসপেশীর দুর্বলতা, শ্বাসকষ্ট, খিচুনী, অনীহা ইত্যাদি।

প্রাথমিক চিকিৎসা ঃ শরীরে লাগলে প্রচুর পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলুন। গলধঃকরণ করলে বমি করানোর চেষ্টা করুন। অচেতন রোগীকে বমি করানোর চেষ্টা করবেন না। সত্বর ডাক্তারের পরামর্শ নিন।

প্রতিষেধক ঃ কোন নির্দিষ্ট প্রতিষেধক নেই। লক্ষণ অনুযায়ী চিকিৎসা করুন।

"বালাইনাশকের মাত্রাতিরিক্ত ব্যবহার
মানবস্বাস্থ্য ও পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর।"